দৈনিক সংবাদ

7

তারিখ ... 28 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

খুর্শিদুল আলম কাজল

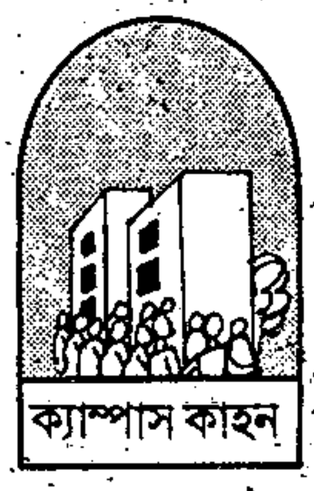

কেমন লাগছে উচ্চতর কৃষি শিক্ষা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। কৃষক ও কৃষির উন্নতির মাধ্যমে দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সীমিত পরিমাণ জমি থেকে কিভাবে উৎপাদন করা যায়, কিভাবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা সেই লক্ষ্যে যারা এগিয়ে চলেছেন তারা হলো উপমহাদেশের প্রাচীনতম উচ্চতর কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শেরেবাংলা নগরস্থ বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীরা। বিএসসি ইন এগ্রিকালচার চার বছরের কোর্সে এখানে অধ্যয়ন করছে ৭৫০ জন ক্ষুদে কৃষি বিজ্ঞানী বা হবু কৃষিবিদ। অন্যান্য সকল শিক্ষার চেয়ে কিছুটা ব্যক্তিক্রমধর্মী শিক্ষা যেখানে শিক্ষার্থীদের কাদামাটি, পানি, নির্ধারিত প্লটে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, শস্যের রোগ, রোগ দমন, আগাছা দমন, সস্নেহ পরিচর্যা, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিয়মিত শিখতে হয়। আমাদের কৃষকের হাতে আছে শুধু মাটি আর শ্রম। নেই শুধু প্রযুক্তি। সেই প্রযুক্তির মিশ্রণ ঘটিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে এই নবীন কৃষিবিদরা। যারা এই প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করছে কথা হল তাদের সাথে-

বিধান চন্দ্র পাল ঃ দীর্ঘ এক যুগ পড়া শেষ করে উচ্চতর কৃষি শিক্ষা নিতে ভর্তি হলাম এই কৃষি ইনস্টিটিউটে। মাত্র শুরু তাই কিছুটা খারাপ লাগছে। বিশেষ করে ব্যবহারিক ক্লাশ। মাটি কর্ষণ, আগাছা দমন, পানি সেচ, সার প্রয়োগ এসব কাজ করে নিজেকে আর ছাত্র মনে হয় না। মনে হয় কৃষক হয়ে গেছি। কষ্ট হয় না, কারণ দেশের ৮০ ভাগ লোকই তো চাষাবাদ করেন।

সুলতানা কুদরাত-ই খোদা মনি ঃ উচ্চতর কৃষি শিক্ষার্থী হিসেবে মেয়েদের সংখ্যা খুবই কম। অথচ জনসংখ্যার অর্ধেকই মহিলা। পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল ও ভারতে এই মহিলারাই কৃষি উন্নয়নে পালন করছে অগ্রণী ভূমিকা; কিন্তু আমাদের নারী সমাজ একদম বসে আছে। এদেরকে কৃষি ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার উৎসাহ প্রদান করা উচিত। উচ্চতর কৃষি শিক্ষার্থী হিসেবে আমার অন্তর্ভুক্তি তাই ভাল লাগছে।

আবু হেনা মোঃ মামুন ঃ আমার বাবা একজন কৃষি কর্মকর্তা। বাবার কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েই কৃষি শিক্ষায় এসেছি। প্রথম বর্ষ পার হয়ে গেলে তেমন আর সমস্যা থাকে না। বন্ধুরা বলে, আমরা হাল চাষ করি। এটা শুনতে খারাপ লাগে।

মোঃ মাহবুবুল আলম মাহবুব ঃ বেশ ভাল লাগছে। কৃষিবিদ হতে যাচ্ছি। দেশের সেবা করব। উন্নত কৃষি কলাকৌশল কৃষকের হাতে পৌঁছে দেব- এ যেন মহান দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেলাম। সামাজিকভাবে কৃষিবিদের মর্যাদা আরো বৃদ্ধির জন্য নিজেকে নিয়োজিত রাখব। আমাদের অনেক সমস্যা আছে- যেমন ভাল বইয়ের অভাব, সঠিক সিলেবাস এবং শিক্ষা কারিকুলাম।

ক্যাশৈপ্রু মারমা কংগ্রো ঃ বড় ভাইয়ের হাত ধরে এই কৃষি ইনস্টিটিউটে আগমন। তারপর সম্পূর্ণ নিজের মত করে মানিয়ে নিয়েছি। এখন বিদায়ের পালা। অনেক কিছুই শিখেছি; কিন্তু প্রয়োগ ক্ষেত্র খুবই সীমিত। আমাদের খামার ক্ষুদ্র, সীমিত সাধ্য, প্রতিকূল পরিবেশ। পাহাড়ি উপজাতি ছাত্র হিসেবে পাহাড়ি কৃষি ভূমিতে কলাকৌশল প্রয়োগ করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।